দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিক্ষার জন্য খাদ্য প্রকল্প

দরিদ্রতর এলাকায় গম বিতরণের কর্মসূচী

।। প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ।।

ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ কমানোর লক্ষ্যে সরকার 'শিক্ষার জন্য খাদ্য প্রকল্প' গ্রহণ করেছে। অর্থ বিভাগ দেশের দরিদ্রতর এলাকাকে প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পের অধীনে রাখার সুপারিশ করেছে।

এই প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪৬০টি থানার ১টি করে মোট ৪৬০টি ইউনিয়নের ৪ লাখ ৬০ হাজার পরিবারের ৬ লাখ ৯০ হাজার দরিদ্র শিশুর মধ্যে ১ লাখ ২৪ হাজার ২শ' মেট্রিক টন গম বিতরণের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। একটি শিশুকে স্কুলে পাঠানোর জন্য প্রতি মাসে ১৫ কেজি করে গম দেয়া হবে। যদি একটি পরিবার থেকে একাধিক শিশু স্কুলে আসে, তাহলে তারা প্রতি মাসে সর্বাধিক ৩০ কেজি গম পাবে। প্রকল্প এলাকার প্রতি স্কুলে প্রায় ১শ' ৫০টি দরিদ্র শিশু থাকতে পারে বলে ধরে নেয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য প্রতি মাসে ২ টন ২৫০ কেজি গম অথবা সমান দামের চাল বরাদ্দ করার কথা।

সম্প্রতি অর্থ বিভাগ শিক্ষার জন্য খাদ্য প্রকল্পের ওপর একটি প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে পাঠিয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এ বছর বৈদেশিক সূত্রে ১০ লাখ ৯০ হাজার টন খাদ্য পাওয়া যাবে বলে হিসেব করা হয়েছিল। সেখানে প্রকৃতপক্ষে ৮ লাখ ৬৩ হাজার টন খাদ্য পাওয়া যাবে। অর্থাৎ পরিকল্পনার চেয়ে বাস্তবে ২ লাখ ২৭ হাজার টন খাদ্য কম পাওয়া যাবে। এর পাশাপাশি খাদ্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ধরা হয়েছিল ৪ লাখ টন। সেখানে ২ লাখ ১ হাজার টন খাদ্য সংগৃহীত হতে পারে।

চলতি অর্থবছরের বাজেটে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, দুস্থ মাতা ও শিশু উন্নয়ন, টেস্ট রিলিফ ইত্যাদি পদ্ধতিতে বিতরণের জন্য মোট ১৫ লাখ ২০ হাজার টন খাদ্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগের অনুকূলে ৪৩ হাজার ৫০ টন এবং টেস্ট রিলিফ ও খয়রাতি সাহায্য বাবদ ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আরো ৩০ হাজার টন খাদ্যের অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা কেয়ার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য সহায়তা প্রত্যাহার করেছে এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অনুকূলে খাদ্য সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই প্রকল্পের জন্য কেয়ারের দেয়া গম সরাসরি ব্যবহার করা যাবে না। গম বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থের ৯০ শতাংশ ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি তৈরি করার জন্য দেয়া হবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বহাল রাখার প্রয়োজনে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী খাতে সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে আরো ১ লাখ টন গম বরাদ্দ করার জন্য ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রস্তাব করেছে। সীমান্ত এলাকার রাস্তা নির্মাণ বাবদ ২৭ হাজার ৪শ' ৪০ টন এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত রাস্তাঘাট নির্মাণ বাবদ ১৫ হাজার টন গম বরাদ্দ করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার জন্য খাদ্য প্রকল্প বাবদ ১ লাখ ২৪ হাজার টন (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী ১ লাখ ৩৬ হাজার টন) গম বরাদ্দ করতে হলে খাদ্য মজুতের ওপর অনিবার্য চাপ বাড়বে বলে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

খাদ্য মজুতের ওপর এই অনিবার্য চাপ কমানোর লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সুপারিশে বলা হয় : প্রকল্পের অধীনে খাদ্যপ্রাপ্তির শর্ত আরো কঠোর হওয়া উচিত। দারিদ্র্যের মাত্রা এবং প্রকৃতি বিবেচনা করে কেবলমাত্র প্রকৃত দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদেরই প্রকল্পের আওতায় খাদ্য দেয়া যেতে পারে। খাদ্যপ্রাপ্তির শর্ত যাতে কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয় তাও নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। প্রকল্পের অধীনে খাদ্যপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রকল্প এলাকার প্রতি স্কুলে ৫০ থেকে ১শ' জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে বলে অর্থ বিভাগের ওই প্রতিবেদনে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। দুস্থ মাতা ও শিশু উন্নয়ন, টেস্ট রিলিফ ও খয়রাতি সাহায্য কর্মসূচীর সুবিধাভোগীদের মধ্যে গম ও চাল বিতরণের ক্ষেত্রে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর শর্ত আরোপ করা যেতে পারে বলে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। চলতি বছরে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ও সাফল্য পুংখানুপুংখভাবে মূল্যায়ন ও নিরীক্ষার পর আগামী বছর প্রকল্পটি চালু রাখা বা সম্প্রসারণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। সুনির্দিষ্ট বিতরণ পদ্ধতি থাকা উচিত বলে সুপারিশে উল্লেখ করা হয়।